মাসিক পানি পরিক্রমা
(MASIK PANI PARIKROMA)

[পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক মুখপত্র]

জানুয়ারী, ২০১৬ খ্রিঃ পৌষ-মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ।

প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অর্জন ও ভালো কাজের বিস্তৃতি দেশের মানুষকে জানাতে হবে

- পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের ৪০ তম সভায় সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ ওয়াপদা ভবনস্থ বাপাউবো মহাপরিচালকের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পরিষদের ৪০ তম সভা পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অর্জন অনেক সংস্থার তুলনায় অনেক বেশি। তাই পানি উন্নয়ন বোর্ডের অর্জনের সাফল্য প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে । যথাযথ প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অর্জন ও ভালো কাজের বিস্তৃতি দেশের মানুষকে জানাতে হবে। দেশের পানি, পরিবেশ ও জলবায়ু মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে তিনি নেতৃত্বের ভূমিকায় দেখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ডিজাইন ও প্লানিং এর ক্ষেত্রে পুরাতন মডেল ব্যবহারের পরিবর্তে মডেল এর আধুনিকায়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি আরো উল্লেখ করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ব্যাপক অবদান অনস্বীকার্য। এর পেছনে একদিকে যেমন রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের দূরদর্শী পরিকল্পনা ও দক্ষতা তেমনি রয়েছে মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম। তিনি বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে দেশের অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করার জন্য আহ্বান জানান। সভায় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, পানি উন্নয়ন বোর্ডের তৎকালীন মহাপরিচালক মোঃ ইসমাইল হোসেনসহ পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

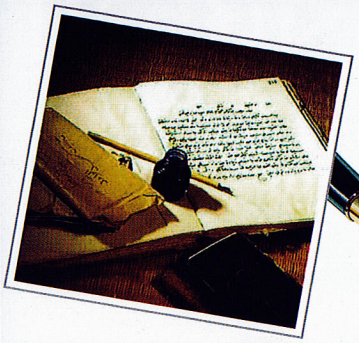

সম্পাদকীয়

"প্রশিক্ষণের বিকল্প নাই"

দোলনা থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মানব জাতিকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে। শিক্ষা গ্রহণের জন্য যদি দীর্ঘপথও অতিক্রম করতে হয় তা সত্ত্বেও শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ধর্মীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তবে শিক্ষাটা অনেকটাই পুঁথিগত। বেশিরভাগই দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে লেখাপড়া হয় সেগুলো খুবই সাধারণ। এখানে কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য খুব একটা শেখানো হয় না। বাস্তব জীবনে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। শিক্ষা একজন লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত করার জন্য প্রয়োজন, আর প্রশিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজন। যখন কোন ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগদান করে তখন দেখা যায় অনেক সময় ঐ কাজের উপর তার দক্ষতা থাকে না। এজন্য চাকুরীতে যোগদানের পরপরই বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান Induction বা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়া কিছু কিছু Job আছে যেখানে কিছু দক্ষতা না থাকলে ঐ কাজ একেবারেই করা সম্ভব নয়। সেজন্য সেই কাজ করার আগেই যদি তাকে কিছুটা প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যেটাকে সফট স্কিল বলা হয় তা যদি কেহ গ্রহণ করে তবে তাতে তার খুব উপকার হয়। যে বিষয়ে একজন কাজ করবে তাকে সে বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যাকে স্কিল ডেভেলপড্ বলা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্কিল ডেভেলপড্ করা সম্ভব। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বোর্ডের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে প্রতি বছর বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আসছে। কেহ বা প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন। তবে প্রশিক্ষণের বিষয় অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচনে কর্তৃপক্ষ যদি সতর্কতা অবলম্বন করে তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, বোর্ড তথা দেশ উপকৃত হবে। মনে রাখতে হবে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের বিকল্প নাই। একজনকে বার বার প্রশিক্ষণে না পাঠিয়ে পর্যায়ক্রমে সকলকে সুযোগ দিতে হবে। তাই বোর্ডে যত কর্মী আছে তাদের যদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায় তাহলে বোর্ডের কাজে আরও গতি-শীলতা বাড়বে।

একাত্তর মানে মুক্তিযুদ্ধ

মোঃ আতিকুর রহমান
উপ-পরিচালক, শৃঙ্খলা পরিদপ্তর, বাপাউবো।

'৪৭ মানে বিংশ শতাব্দীর বিষবৃক্ষ
মানবতা বিচ্ছিন্ন উপাখ্যান
বিদ্বেষের জলন্ত উনুন
'৪৭ মানে দ্বিজাতি তত্ত্বের সহিংসতা।

'৫২ হলো শোকার্ত শহীদ মিনার
রক্তমাখা বাংলা বর্ণমালা
শিমুল-পলাশ রাঙ্গা বসন্ত
'৫২ মানে মুক্তির বীজ।

'৬৬ হলো স্বাধিকার আদায়ের স্বতস্ফূর্ততা
স্বতন্ত্রভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন
গ্লানি মুক্তির সুতীব্র বাসনা।
'৬৬ হলো সমতার সমীকরণ।

'৭১ হলো অগ্নিঝরা উত্তাল দিন
সবুজ জনপদ রক্তস্রোত
শোষণ মুক্তির সংগ্রাম
'৭১ মানে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ।

লেখা আহ্বান

পানি সম্পদ, বন্যা নিয়ন্ত্রন, নদীর ইতিহাস ও নদী শাসন প্রতিবেশগত ভারসাম্যতা (Ecological Balance) সেচ ব্যবস্থা, সুবিধাভোগী এলাকাবাসীদের অংশগ্রহনমূলক ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে আপনার সচিত্র লেখাটি আপনার একটি স্ট্যাম্প সাইজ ছবিসহ আজই অনুগ্রহপূর্বক পাঠিয়ে দিন।

নির্বাহী সম্পাদক- মাসিক পানিপরিক্রমা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এর পুষ্পস্তবক অর্পণ

বঙ্গবন্ধুর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বাপাউবো'র মহাপরিচালক মোঃ আবদুল লতিফ মিয়া

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৬, তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ আবদুল লতিফ মিয়া গোপালগঞ্জে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময়ে প্রধান প্রকৌশলী পশ্চিমাঞ্চল মোহম্মাদ আলী, ফরিদপুর পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আই এম রিয়াজুল হাসান,গোপালগঞ্জ প ও র বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মাইনুদ্দিন সহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি ফাতেহা পাঠ করেন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তথা দেশ ও জাতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করেন।

মহাপরিচালক এর গোপালগঞ্জ ও পটুয়াখালী জেলার উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৬, তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ আবদুল লতিফ মিয়া গোপালগঞ্জ জেলার তারাইল পাচুরিয়া প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে খোজ খবর নেন।

পরিদর্শনকালে ফরিদপুর পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আই এম রিয়াজুল হাসান জানান তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে প্রকল্প এলাকায় সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। উন্নত নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও সেচ সুবিধার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সহ প্রকল্প অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় নদী ভাংগন রোধ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

গোপালগঞ্জ জেলার তারাইল পাচুরিয়া প্রকল্প পরিদর্শন করছেন বাপাউবো'র মহাপরিচালক মোঃ আবদুল লতিফ মিয়া

তিনি বলেন এ প্রকল্পের আওতায় গোপালঞ্জ এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের বসতবাড়ী, কৃষি জমিসহ সরকারী-বেসরকারী সম্পদ রক্ষা; এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ; লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ ও সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

প্রকল্প এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ ও প্রাক বর্ষা মৌসুমে বন্যার পানি প্রবেশ রোধের মাধ্যমে বোরো ধানের চাষ নিশ্চিত করাসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ দ্বারা সারা বৎসর বিভিন্ন ধরনের কৃষি ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হবে।

মহাপরিচালক প্রকল্প সমূহ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীবৃন্দকে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি আশা পোষণ করেন প্রকল্প সমূহ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হলে গোপালগঞ্জে উন্মোচিত হবে উন্নয়নের নতুন সোপান। এক নবযুগের সূচনা হবে চাষাবাদের ক্ষেত্রে । যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধনসহ মৎস চাষ ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের বিস্তার লাভ করবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার কারিগর হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীবৃন্দের অবদান গোপালগঞ্জবাসির কাছে চির স্মরনীয় হয়ে থাকবে।

পরিদর্শনকালে প্রধান প্রকৌশলী, পশ্চিমাঞ্চল মোহম্মাদ আলী, ফরিদপুর পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আই এম রিয়াজুল হাসান, গোপালগঞ্জ পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মাইনুদ্দিনসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরের দিন মহাপরিচালক মোঃ আবদুল লতিফ মিয়া পটুয়াখালী জেলায় নদী শাসন, বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ, পুনরাকৃতিকরণ, মেরামত ও নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। তিনি চলমান কাজ সমূহের অগ্রগতির খোজ খবর নেন। কাজ গুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার তাগিদ দেন। সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীবৃন্দ জানান কাজ গুলি সমাপ্ত হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শস্য, প্রাণিসম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশ রোধের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। জরুরী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে উক্ত এলকাকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঘূর্ণিঝড়ের সময় সৃষ্ট জলোচ্ছাস প্রতিরোধ করার ক্ষমতা উপযোগী করে তোলা সম্ভব হবে। এ সময়ে পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আশরাফ জামাল, বরগুনা পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শহিদুল ইসলাম, পটুয়াখালী পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল ইসলাম, পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আবুল খায়েরসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন মহাপরিচালক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল লতিফ মিয়া ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ইতোপূর্বে বোর্ডে প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বাপাউবো, খুলনা পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালে বুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করার পর একই সালে অক্টোবর মাসে বাপাউবো-তে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করেন এবং তিনি ১৯৮৬ সালে বুয়েট থেকে এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন । তিনি বোর্ডের পরিকল্পনা, নক্শা ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেচ, নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পাম্পহাউজ নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজসহ বিভিন্ন প্রকল্পে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বোর্ডের দীর্ঘ চাকরি কালে তিনি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ১৯৫৭ সালে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার সুকিপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

নতুন অতিরিক্ত মহাপরিচালক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ প্রকৌশলী মোঃ আবদুল হাই বাকী ৬ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বোর্ডে প্রধান প্রকৌশলী. গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে রুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করার পর ১৯৮১ সালের জুন মাসে বাপাউবো-তে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করেন । তিনি ১৯৮৫ সালে রুরকী বিশ্ব বিদ্যালয়, ভারত থেকে এমএস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি বোর্ডের পরিকল্পনা, নক্শা ও মাঠ পর্যায়ের ইত্যাদি বিভিন্নগুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেচ, নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজসহ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের নকশা প্রনয়ণ ও ব্যারেজ নির্মাণ কাজে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বোর্ডের দীর্ঘ চাকরি কালে তিনি সুইডেন,থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতসহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ১৯৫৭ সালে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার হরিসংকরপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ANZDEC Limited, New Zealand এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাপাউবো'র মহাপরিচালক মোঃ আবদুল লতিফ মিয়া ও অন্যান্যরা

গত ১৮ জানুয়ারী, ২০১৬ ইং তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ আবদুল লতিফ মিয়ার উপস্থিতিতে বাপাউবোর সভাকক্ষে ''ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএমআইপি) ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (এমআইপি)'' এর আওতায় Irrigation Management Operator (IMO) (Contract No. CS-02) শীর্ষক পরামর্শক সেবার জন্য ANZDEC Limited, New Zealand এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তিপত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর পক্ষ হতে জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, আইএমআইপি, বাপাউবো এবং ANZDEC Limited, New Zealand এর পক্ষ হতে Ana Ilic, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী ANZDEC Limited, New Zealand পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হচ্ছে-মুহুরী সেচ প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম যথা- উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন, নদীতীর সংরক্ষণ, খাল পুনঃখনন, অবকাঠামো পুনর্বাসন ও নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, পাইপ লাইন স্থাপন, পাম্প গুলির বিদ্যুতায়ন ও স্মটি কার্ড সংযোজন, বৈদ্যুতায়ন বিতরণ পদ্ধতির উন্নতকরণ, বাপাউবোর অফিস মেরামত ইত্যাদি কাজগুলি বাস্তবায়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ তদারকী করা। তাছাড়া টারশিয়ারী লেভেলের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য নকশা প্রণয়ন করা, ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন এর জন্য এলএলপি এর সাথে স্মটি কার্ড সংযোজনের ব্যবস্থা করা ও প্রি-প্রেইড মিটারের মাধ্যমে কার্যকর রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতি স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা। মুহুরী সেচ প্রকল্প ফেনী জেলার সকল উপজেলা এবং চট্টগ্রাম জেলার মিরেরসরাই উপজেলা নিয়ে পরিবেষ্টিত। মুহুরী প্রকল্প ২২,০০০ হেক্টর এলাকায় সেচের পানি সরবরাহের মাধ্যমে চাষাবাদে সহায়তা করে থাকে। এ প্রকল্পে রয়েছে ৪০ ভেন্ট বিশিষ্ট একটি রেগুলেটর ও ৪৬৫ কিলোমিটার সেচ খাল। এছাড়া এ প্রকল্পে রয়েছে ছোট-বড় ৪০০ টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো। রেগুলেটর দ্বারা সমুদ্রের লবণ পানি প্রবেশ রোধ এবং বৃষ্টির পানি ধরে রাখা হয়। ফলশ্রুতিতে শুকনা মৌসুমে এই পানি দিয়ে ৪৬৫ কিলোমিটার সেচ খালের মাধ্যমে ২২,০০০ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান সম্ভব হয়। এর ফলে বছরে উক্ত এলাকায় ১০০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত খাদ্য-শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত মহাপরিচালক পূর্ব রিজিয়ন মোঃ আবদুল হাই বাকী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক পশ্চিম রিজিয়ন মোঃ বেলায়েত হোসেন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক পরিকল্পনা মোঃ মাসুদ আহমেদ, বোর্ডের সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ) ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ

গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভা কক্ষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড শ্রমিক কর্মচারী লীগ (রেজিঃ নং বি- ১৮৮৭) সিবিএ ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড শ্রমিক কর্মচারী লীগ (রেজিঃ নং বি- ১৮৮৭) সিবিএ'র সভাপতি মোল্যা আবুল কালাম আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহম্মদ সিবিএ'র পক্ষ থেকে উত্থাপিত ২৭ দফা দাবীনামা একটি একটি করে উপস্থাপন করেন। মহাপরিচালক মহোদয় তাঁদের উত্থাপিত শ্রমিক কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবীসমূহ ধৈর্য সহকারে শোনেন। শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবীদাওয়া নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনান্তে বিধিবিধান মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ ও সিবিএ ঐকমত্য হয়।

সভায় অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) আব্দুল হালিম মোল্লা, সিবিএ সভাপতি মোল্যা আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহম্মদ, বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ ও সিবিএ'র অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিবিএ ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে বাপাউবো'র মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল লতিফ মিয়া ও সিবিএ'র নেতৃবৃন্দ।

পরিচালক, হিসাব রক্ষণ পরিদপ্তর মোঃ ছানাউল হক ও চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়ার বৃন্দ।

পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর মোঃ মুজিবুর রহমান ও রানার্স আপ দলের খেলোয়ার বৃন্দ।

পরিচালক, কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল মোঃ মাহবুব-উল-কবীর ও মহিলা বিভাগের রানার্স আপ দলের খেলোয়ার বৃন্দ।

বাপাউবো'র ৩৬ তম আন্তঃ অফিস ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৫, তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৩৬ তম আন্তঃঅফিস ভলিবল প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এবং বাপাউবো ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিষদের সভাপতি আব্দুল হালিম মোল্লা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল চট্টগ্রাম, মোজাফ্ফর হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল, আজিজ মুহাম্মদ চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর বিভাগ, সাবিবুর রহমান, সিবিএ'র সভাপতি মোল্যা আবুল কালাম আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহম্মদ। কক্সবাজার বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন ষ্টেডিয়ামে উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ৪৫ টি দল এবং মহিলা বিভাগে ৫টি দল সর্বমোট ৫০টি দল অংশ গ্রহণ করে। পুরুষ বিভাগে হিসাব রক্ষণ পরিদপ্তর অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর রানার্স আপ এবং ড্রেজার পরিদপ্তর তৃতীয় স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করে। অন্যদিকে মহিলা বিভাগে প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, রংপুর চ্যাম্পিয়ন এবং কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল রানার্স আপের গৌরব অর্জন করে।

ফাইনাল খেলায় উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন বাপাউবো সচিব আব্দুল খালেক ও সিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক, সুলতান আহম্মদ। বাপাউবো ভলিবল উপপরিষদের সম্পাদক বি,এম মোশাররফ হোসেন উক্ত প্রতিযোগিতা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে আরো সক্ষম হতে হবে

- পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

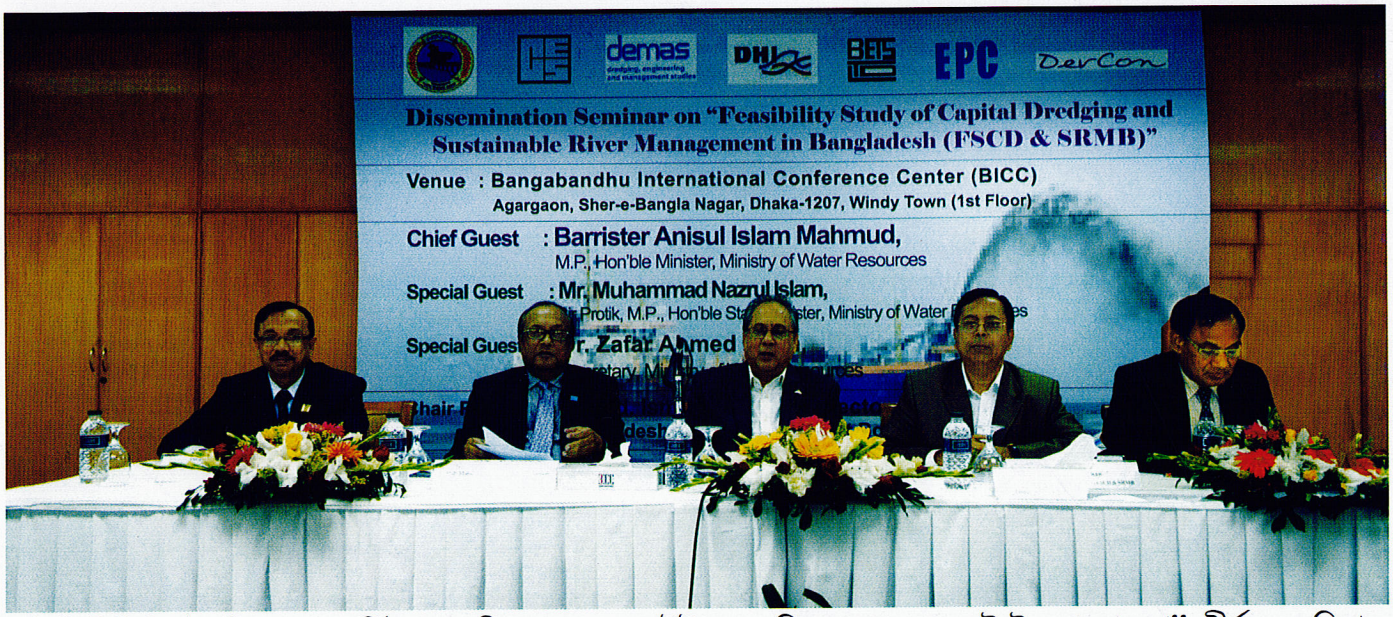

"ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অফ ক্যাপিটাল ড্রেজিং এ্যান্ড সাসটেইনেবল রিভার ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর আকাঙ্খা ও সময়ের চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত "ফিজি-বিলিটি স্ট্যাডি অফ ক্যাপিটাল ড্রেজিং এ্যান্ড সাসটেইনেবল রিভার ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন, প্রতিবছর নদী ভাঙ্গনসহ নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ে জনগণ বিপুল পরিমাণ সম্পদ হারাচ্ছে। তাই প্রধানমন্ত্রী বারবার ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের নদ-নদীগুলোকে সচলের তাগিদ দিচ্ছেন। আমরাও তাঁর আকাঙ্খা ও সময়ের চাহিদা পূরণে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি। এখন শুধু নদী রক্ষার কথা চিন্তা করলে চলবে না, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নদ-নদী সচল রাখার পাশাপাশি নদীর পাড়ে শিল্প গড়ে তোলার চিন্তা করতে হবে। সময়োপযোগী পরিকল্পনা, আধুনিক ধারণা দিয়ে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে যথেষ্ট সক্ষম হয়ে উঠতে হবে।

তিনি বলেন, সরকার এখন পরিকল্পিত পরিকল্পনার মাধ্যমে নদী রক্ষার পাশাপাশি বন্যা ও নদীতীর ভাঙ্গন কবলিত মানুষের জীবনের নিশ্চয়তা বিধান এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতের ঝুঁকি মোকাবেলায় দেশের প্রধান ৩ নদীর গতি প্রকৃতি ও প্রবাহ বজায় রেখে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রয়োজনে নদীর প্রশস্ততা কমানো যায় কিনা তা ভাবতে হবে। আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, শুধু ড্রেজিং করলেই হবে না, ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর পরেও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং এর জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে। সার্বিক নদী ব্যবস্থাপনা ছাড়া শুধু ড্রেজিং করে নদ-নদী সমস্যার টেকসই সমাধান হবে না।

প্রতি বছর নদী তীর ভাঙ্গনের কবলে পড়ে ৫০ হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ও জমি হারিয়ে মানবেতর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। এদের জীবনের কথা বিবেচনায় নিয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আরোপ করতে হবে বলে মন্তব্য করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী।

সেমিনারে জানানো হয়, তিনটি পর্বে দেশের প্রধান প্রধান নদীসহ ২৪টি নদ-নদী ড্রেজিং ও রক্ষণাবেক্ষণ ডেজিং কাজ বাস্তবায়নে ১৫ বছর সময় লাগবে। এ ড্রেজিং এর জন্য ২১৬টি ড্রেজার ক্রয় করা লাগবে।

স্ট্যাডি রিপোর্টের বরাতে সেমিনারে আরও জানানো হয়, এ ড্রেজিং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে নাব্যতা বাড়ার পাশাপাশি নদী পাড়ের ৫ লক্ষ ৫২ হাজার হেক্টর ভূমি পুনরুদ্ধার হবে। এ ভূমির বর্তমান বাজার মূল্য ১ লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। বাড়বে নৌ চলাচলের সুবিধা। নদী ভাঙ্গন হ্রাস পাবে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, ড. জাফর আহমেদ খান। নির্ধারিত বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিনিয়র মরফোলোজিস্ট প্রকৌশলী এস আর খান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তৎকালীন মহাপরিচালক মোঃ ইসমাইল হোসেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রী'র পানি ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

পানি ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন শেষে কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ গত ১০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ, পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ গ্রীণ রোডে নির্মাণাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানি ভবন পরিদর্শন করেন। তিনি পানি ভবনের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। এ সময় ঢাকা পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল মতিন সরকার জানান বিশ্বের অন্যতম এক ব্যস্ত মহানগরী ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত রয়েছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের দাপ্তরিক অফিস এবং মতিঝিল ওয়াপদা ভবনে রয়েছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়। বিভিন্ন সময়ে কাজের তাগিদে প্রকল্পসমূহের অফিস ও প্রধান কার্যালয়ের মধ্যে যাতায়াতের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কিন্তু দুরত্ব ও যানজটের কারনে যাতায়াতে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। ফলে জরুরী কাজ সমূহ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটে। তাছাড়া প্রকল্পসমূহের দাপ্তরিক অফিস সমূহ ভাড়া করা বাড়ীতে হওয়ায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভাড়ার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থও ব্যয় করতে হয়। তাই সামগ্রিক বিবেচনায় গ্রীণ রোডে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব যায়গায় পানি ভবন নির্মানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানি ভবন নির্মানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পানি ভবন নির্মানের কাজ চলমান রয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ের কাজ জুন ২০১৬ সালের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন পানি ভবন নির্মানের কাজ যত দ্রুত করা সম্ভব হবে তত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অর্থের কৃচ্ছতা সাধন করা সম্ভব হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের নিরলস পরিশ্রম করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পানি ভবন নির্মাণের কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন। এ সময়ে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক, মোঃ আবদুল লতিফ মিয়া , বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পূর্ব রিজিয়ন, মোঃ আবদুল হাই বাকী, প্রধান পরিকল্পনা, মোঃ মাহফুজুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান প্রকৌশলী, নকশা মোঃ জাহাঙ্গির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা প ও র সার্কেল, মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ ও বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী'র তিস্তা প্রকল্প পরিদর্শন

প্রকল্প পরিদর্শন করছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীরপ্রতীক।

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ গত ৬ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখ, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক তিস্তা প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তিনি তিস্তা প্রকল্পের সেচ কার্যক্রম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন এবং একটি সেচ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

পরিদর্শন কালে প্রতিমন্ত্রীকে প্রকল্প পরিচালক জানান উত্তর বঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বর্ষাত্তোরকালে খরা একটি সাংবাৎসরিক সমস্যা। এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য তিস্তা নদীতে ১৯৯১ সালে "তিস্তা ব্যারেজ" নির্মাণ করা হয়। তিস্তা প্রকল্প এলাকায় সেচ প্রদানের জন্য সেচখাল ও আনুসাঙ্গিক পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। তিস্তা প্রকল্পে ব্যারেজ ছাড়াও প্রকল্প এলাকাকে বন্যা মুক্ত রাখার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। অতি বন্যা থেকে ব্যারেজকে রক্ষার জন্য ফ্লাড বাইপাস, অতিরিক্ত পলি সেচ খালে প্রবেশের মাধ্যমে যাতে সেচ কার্য্যক্রম ব্যাহত না হয় সে লক্ষে সিল্ট ট্রাপ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার নদীগুলিকে নিস্কাশন চ্যানেল হিসেবে ব্যবহৃত করা হয়। এই সেচখাল ও আনুসাঙ্গিক পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর মাধ্যমে তিস্তা প্রকল্পের ৭,৫০,০০০ হেঃ এলাকার মধ্যে সেচযোগ্য ৫,৪০,০০০ হেঃ এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১ম পর্যায় নীলফামারী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, রংপুর সদর, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, গঙ্গাচড়া, পার্বতীপুর, চিরিরবন্দর এবং খানসামা এই ১২টি উপজেলা নিয়ে বিস্তৃত। বর্তমানে বর্ষা মৌসুমে প্রায় ৭৫,০০০ হেঃ জমিতে ও শুস্ক মৌসুমে ৬০,০০০ হেঃ এলাকায় সেচ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় খাদ্য শস্য উৎপাদন দুই লক্ষ মেঃ টন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের ১৫০ কিমিঃ প্রধান খাল ও ৩৮০ কিমিঃ নিস্কাশন খালে উন্মুক্ত মৎস্য চাষ হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় জলাশয় বৃদ্ধি সহ ব্যক্তি উদ্যোগে পুকুর খননের মাধ্যমে মৎস্য চাষ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরো ব্যাপক হারে বৃদ্ধির সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে প্রধান খাল, সেকেন্ডারী খাল সহ বিল সমূহে ব্যাপক হারে হাঁস পালন বৃদ্ধি পেয়েছে। তিস্তা ব্যারেজ বাস্তবায়নের ফলে ঢাকাসহ উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্তার উন্নতি হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজের উপর দিয়ে যানবাহন চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বুড়িমারী স্থল বন্দর সম্প্রসারনে এ প্রকল্প অন্যতম ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে ৬৫০ কিমিঃ দীর্ঘ খালের উভয় পাড়ে ১৩০০.০০ কিমিঃ ক্যানাল ডাইক প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামীণ রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া তিস্তা প্রধান খালের উপর দিয়ে নির্মিত ৫০.০০ কিমিঃ "পরিদর্শন রাস্তা" জাতীয় মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। তিনি আরও জানান প্রকল্পের বাস্তবায়নাধীন ২য় পর্যায়ের কাজ শেষ হলে বদরগঞ্জ, পার্বতীপুর, তারাগঞ্জ, মিঠাপুকুর, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ ও চিরিরবন্দর উপজেলার আরো ২০,০০০ হেঃ জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে এবং আরো অতিরিক্ত ৬০,০০০ মেঃ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীদের দ্বারা নির্মিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সেচ প্রকল্প, তিস্তা প্রকল্পকে দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেন। তিনি তিস্তা ব্যারেজের অনুরূপ আরও প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার গর্বিত কারিগর হওয়ার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রকৌশলীদেরকে আহবান জানান।

পরিদর্শনকালে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, আ.ল.ম আবদুর রহমান, যুগ্ম প্রধান, মন্টু কুমার বিশ্বাস, বাপাউবো'র অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পশ্চিম রিজিয়ন, মোঃ বেলায়েত হোসেন, নিলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার জেলা প্রশাসকবৃন্দ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান পরিকল্পনা, মোঃ মাহফুজুর রহমান, উত্তরাঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী, আতিকুর রহমান, তিস্তা ব্যারেজ সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জ্যোতি প্রসাদ ঘোষসহ সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ ও বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনসংযোগ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মোঃ আক্তারুজ্জামান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : সৈয়দ মাহবুবুল হক, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.pr@bwdb.gov.bd ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd

মাসিক পানি পরিক্রমা

২০১৬ খ্রিঃ
১৪২২-২৩ বঙ্গাব্দ
১৪৩৭-৩৮ হিজরী

জানুয়ারি
পৌষ-মাঘ
রবি. আউ. - রবি. সানি.

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
৩১ ১৮ ২০					১ ১৮ ২০	২ ১৯ ২১
৩ ২০ ২২	৪ ২১ ২৩	৫ ২২ ২৪	৬ ২৩ ২৫	৭ ২৪ ২৬	৮ ২৫ ২৭	৯ ২৬ ২৮
১০ ২৭ ২৯	১১ ২৮ ৩০	১২ ২৯ ১	১৩ ৩০ ২	১৪ ১ ৩	১৫ ২ ৪	১৬ ৩ ৫
১৭ ৪ ৬	১৮ ৫ ৭	১৯ ৬ ৮	২০ ৭ ৯	২১ ৮ ১০	২২ ৯ ১১	২৩ ১০ ১২
২৪ ১১ ১৩	২৫ ১২ ১৪	২৬ ১৩ ১৫	২৭ ১৪ ১৬	২৮ ১৫ ১৭	২৯ ১৬ ১৮	৩০ ১৭ ১৯

ফেব্রুয়ারি
মাঘ-ফাল্গুন
রবি.সানি.-জমা. আউ.

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
	১ ১৯ ২১	২ ২০ ২২	৩ ২১ ২৩	৪ ২২ ২৪	৫ ২৩ ২৫	৬ ২৪ ২৬
৭ ২৫ ২৭	৮ ২৬ ২৮	৯ ২৭ ২৯	১০ ২৮ ১	১১ ২৯ ২	১২ ৩০ ৩	১৩ ১ ৪
১৪ ২ ৫	১৫ ৩ ৬	১৬ ৪ ৭	১৭ ৫ ৮	১৮ ৬ ৯	১৯ ৭ ১০	২০ ৮ ১১
২১ ৯ ১২	২২ ১০ ১৩	২৩ ১১ ১৪	২৪ ১২ ১৫	২৫ ১৩ ১৬	২৬ ১৪ ১৭	২৭ ১৫ ১৮
২৮ ১৬ ১৯	২৯ ১৭ ২০					

মার্চ
ফাল্গুন-চৈত্র
জমা. আউ.-জমা.সানি.

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
		১ ১৮ ২১	২ ১৯ ২২	৩ ২০ ২৩	৪ ২১ ২৪	৫ ২২ ২৫
৬ ২৩ ২৬	৭ ২৪ ২৭	৮ ২৫ ২৮	৯ ২৬ ২৯	১০ ২৭ ৩০	১১ ২৮ ১	১২ ২৯ ২
১৩ ৩০ ৩	১৪ ৩১ ৪	১৫ ১ ৫	১৬ ২ ৬	১৭ ৩ ৭	১৮ ৪ ৮	১৯ ৫ ৯
২০ ৬ ১০	২১ ৭ ১১	২২ ৮ ১২	২৩ ৯ ১৩	২৪ ১০ ১৪	২৫ ১১ ১৫	২৬ ১২ ১৬
২৭ ১৩ ১৭	২৮ ১৪ ১৮	২৯ ১৫ ১৯	৩০ ১৬ ২০	৩১ ১৭ ২১		

এপ্রিল
চৈত্র-বৈশাখ
জমা.সানি.-রজব

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
					১ ১৮ ২২	২ ১৯ ২৩
৩ ২০ ২৪	৪ ২১ ২৫	৫ ২২ ২৬	৬ ২৩ ২৭	৭ ২৪ ২৮	৮ ২৫ ২৯	৯ ২৬ ১
১০ ২৭ ২	১১ ২৮ ৩	১২ ২৯ ৪	১৩ ৩০ ৫	১৪ ১ ৬	১৫ ২ ৭	১৬ ৩ ৮
১৭ ৪ ৯	১৮ ৫ ১০	১৯ ৬ ১১	২০ ৭ ১২	২১ ৮ ১৩	২২ ৯ ১৪	২৩ ১০ ১৫
২৪ ১১ ১৬	২৫ ১২ ১৭	২৬ ১৩ ১৮	২৭ ১৪ ১৯	২৮ ১৫ ২০	২৯ ১৬ ২১	৩০ ১৭ ২২

মে
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ
রজব-শাবান

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
১ ১৮ ২৩	২ ১৯ ২৪	৩ ২০ ২৫	৪ ২১ ২৬	৫ ২২ ২৭	৬ ২৩ ২৮	৭ ২৪ ২৯
৮ ২৫ ৩০	৯ ২৬ ১	১০ ২৭ ২	১১ ২৮ ৩	১২ ২৯ ৪	১৩ ৩০ ৫	১৪ ৩১ ৬
১৫ ১ ৭	১৬ ২ ৮	১৭ ৩ ৯	১৮ ৪ ১০	১৯ ৫ ১১	২০ ৬ ১২	২১ ৭ ১৩
২২ ৮ ১৪	২৩ ৯ ১৫	২৪ ১০ ১৬	২৫ ১১ ১৭	২৬ ১২ ১৮	২৭ ১৩ ১৯	২৮ ১৪ ২০
২৯ ১৫ ২১	৩০ ১৬ ২২	৩১ ১৭ ২৩				

জুন
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়
শাবান-রমযান

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
			১ ১৮ ২৪	২ ১৯ ২৫	৩ ২০ ২৬	৪ ২১ ২৭
৫ ২২ ২৮	৬ ২৩ ২৯	৭ ২৪ ১	৮ ২৫ ২	৯ ২৬ ৩	১০ ২৭ ৪	১১ ২৮ ৫
১২ ২৯ ৬	১৩ ৩০ ৭	১৪ ৩১ ৮	১৫ ১ ৯	১৬ ২ ১০	১৭ ৩ ১১	১৮ ৪ ১২
১৯ ৫ ১৩	২০ ৬ ১৪	২১ ৭ ১৫	২২ ৮ ১৬	২৩ ৯ ১৭	২৪ ১০ ১৮	২৫ ১১ ১৯
২৬ ১২ ২০	২৭ ১৩ ২১	২৮ ১৪ ২২	২৯ ১৫ ২৩	৩০ ১৬ ২৪		

জুলাই
আষাঢ়-শ্রাবণ
রমযান-শাওয়াল

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
৩১ ১৬ ২৬					১ ১৭ ২৫	২ ১৮ ২৬
৩ ১৯ ২৭	৪ ২০ ২৮	৫ ২১ ২৯	৬ ২২ ১	৭ ২৩ ২	৮ ২৪ ৩	৯ ২৫ ৪
১০ ২৬ ৫	১১ ২৭ ৬	১২ ২৮ ৭	১৩ ২৯ ৮	১৪ ৩০ ৯	১৫ ৩১ ১০	১৬ ১ ১১
১৭ ২ ১২	১৮ ৩ ১৩	১৯ ৪ ১৪	২০ ৫ ১৫	২১ ৬ ১৬	২২ ৭ ১৭	২৩ ৮ ১৮
২৪ ৯ ১৯	২৫ ১০ ২০	২৬ ১১ ২১	২৭ ১২ ২২	২৮ ১৩ ২৩	২৯ ১৪ ২৪	৩০ ১৫ ২৫

আগস্ট
শ্রাবণ-ভাদ্র
শাওয়াল-জিলকুদ

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
	১ ১৭ ২৭	২ ১৮ ২৮	৩ ১৯ ২৯	৪ ২০ ৩০	৫ ২১ ১	৬ ২২ ২
৭ ২৩ ৩	৮ ২৪ ৪	৯ ২৫ ৫	১০ ২৬ ৬	১১ ২৭ ৭	১২ ২৮ ৮	১৩ ২৯ ৯
১৪ ৩০ ১০	১৫ ৩১ ১১	১৬ ১ ১২	১৭ ২ ১৩	১৮ ৩ ১৪	১৯ ৪ ১৫	২০ ৫ ১৬
২১ ৬ ১৭	২২ ৭ ১৮	২৩ ৮ ১৯	২৪ ৯ ২০	২৫ ১০ ২১	২৬ ১১ ২২	২৭ ১২ ২৩
২৮ ১৩ ২৪	২৯ ১৪ ২৫	৩০ ১৫ ২৬	৩১ ১৬ ২৭			

সেপ্টেম্বর
ভাদ-আশ্বিন
জিলকুদ-জিলহজ্জ

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
				১ ১৭ ২৮	২ ১৮ ২৯	৩ ১৯ ১
৪ ২০ ২	৫ ২১ ৩	৬ ২২ ৪	৭ ২৩ ৫	৮ ২৪ ৬	৯ ২৫ ৭	১০ ২৬ ৮
১১ ২৭ ৯	১২ ২৮ ১০	১৩ ২৯ ১১	১৪ ৩০ ১২	১৫ ৩১ ১৩	১৬ ১ ১৪	১৭ ২ ১৫
১৮ ৩ ১৬	১৯ ৪ ১৭	২০ ৫ ১৮	২১ ৬ ১৯	২২ ৭ ২০	২৩ ৮ ২১	২৪ ৯ ২২
২৫ ১০ ২৩	২৬ ১১ ২৪	২৭ ১২ ২৫	২৮ ১৩ ২৬	২৯ ১৪ ২৭	৩০ ১৫ ২৮	

অক্টোবর
আশ্বিন-কার্তিক
জিলহজ্জ-মহররম

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
৩০ ১৫ ২৮	৩১ ১৬ ২৯					১ ১৬ ২৯
২ ১৭ ৩০	৩ ১৮ ১	৪ ১৯ ২	৫ ২০ ৩	৬ ২১ ৪	৭ ২২ ৫	৮ ২৩ ৬
৯ ২৪ ৭	১০ ২৫ ৮	১১ ২৬ ৯	১২ ২৭ ১০	১৩ ২৮ ১১	১৪ ২৯ ১২	১৫ ৩০ ১৩
১৬ ১ ১৪	১৭ ২ ১৫	১৮ ৩ ১৬	১৯ ৪ ১৭	২০ ৫ ১৮	২১ ৬ ১৯	২২ ৭ ২০
২৩ ৮ ২১	২৪ ৯ ২২	২৫ ১০ ২৩	২৬ ১১ ২৪	২৭ ১২ ২৫	২৮ ১৩ ২৬	২৯ ১৪ ২৭

নভেম্বর
কার্তিক-অগ্রহায়ণ
মহররম-সফর

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
		১ ১৭ ৩০	২ ১৮ ১	৩ ১৯ ২	৪ ২০ ৩	৫ ২১ ৪
৬ ২২ ৫	৭ ২৩ ৬	৮ ২৪ ৭	৯ ২৫ ৮	১০ ২৬ ৯	১১ ২৭ ১০	১২ ২৮ ১১
১৩ ২৯ ১২	১৪ ৩০ ১৩	১৫ ১ ১৪	১৬ ২ ১৫	১৭ ৩ ১৬	১৮ ৪ ১৭	১৯ ৫ ১৮
২০ ৬ ১৯	২১ ৭ ২০	২২ ৮ ২১	২৩ ৯ ২২	২৪ ১০ ২৩	২৫ ১১ ২৪	২৬ ১২ ২৫
২৭ ১৩ ২৬	২৮ ১৪ ২৭	২৯ ১৫ ২৮	৩০ ১৬ ২৯			

ডিসেম্বর
অগ্রহায়ণ-পৌষ
সফর-রবি.আউ.

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
				১ ১৭ ১	২ ১৮ ২	৩ ১৯ ৩
৪ ২০ ৪	৫ ২১ ৫	৬ ২২ ৬	৭ ২৩ ৭	৮ ২৪ ৮	৯ ২৫ ৯	১০ ২৬ ১০
১১ ২৭ ১১	১২ ২৮ ১২	১৩ ২৯ ১৩	১৪ ৩০ ১৪	১৫ ১ ১৫	১৬ ২ ১৬	১৭ ৩ ১৭
১৮ ৪ ১৮	১৯ ৫ ১৯	২০ ৬ ২০	২১ ৭ ২১	২২ ৮ ২২	২৩ ৯ ২৩	২৪ ১০ ২৪
২৫ ১১ ২৫	২৬ ১২ ২৬	২৭ ১৩ ২৭	২৮ ১৪ ২৮	২৯ ১৫ ২৯	৩০ ১৬ ৩০	৩১ ১৭ ১

২০১৬ ইংরেজী বর্ষের সরকারী ছুটির তালিকা

সাধারণ ছুটিঃ- ২১ ফেব্রুয়ারী রবিবার (০৯ ফাল্গুন) শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার (০৩ চৈত্র) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম দিবস। ২৬ মার্চ শনিবার (১২ চৈত্র) স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার (১ চৈত্র) বাংলা নববর্ষ। ০১ মে রবিবার (১৮ বৈশাখ) মে দিবস। ২১ মে শনিবার (৭ জ্যৈষ্ঠ) * বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা)। ১ জুলাই শুক্রবার (১৭ আষাঢ়) জুমাতুল বিদা। ৬ জুলাই বুধবার (২২ আষাঢ়) ঈদ-উল-ফিতর। ১৫ আগষ্ট সোমবার (৩১ শ্রাবণ) জাতীয় শোক দিবস। ২৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার (১০ ভাদ্র) শুভ জন্মাষ্টমী। ১২ সেপ্টেম্বর সোমবার (২৮ ভাদ্র) * ঈদ-উল-আযহা। ১১ অক্টোবর মঙ্গলবার (২৬ আশ্বিন) দুর্গাপূজা (বিজয়া দশমী)। ১২ ডিসেম্বর সোমবার (২৮ অগ্রহায়ন) ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা:)। ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবার (০২ পৌষ) বিজয় দিবস। ২৪ ডিসেম্বর শনিবার (১০ পৌষ) ২৫ ডিসেম্বর রবিবার (১১ পৌষ) যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন (বড় দিন)।